বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)

৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

মুখবন্ধ

যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে। শিক্ষকগণ জাতি গড়ার নিপুণ কারিগর এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উপাদান। আমাদের দেশে মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ে ৭০% এর অধিক শিক্ষার্থী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে লেখাপড়া করে অথচ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মান নিয়ন্ত্রণে কোন কার্যকর পদ্ধতি চালু ছিল না। শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদানের লক্ষ্যে সরকার ২০০৫ সালে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠা করে। সে সময় থেকে এনটিআরসিএ সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা,কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) সামগ্রিক শিক্ষার মানকে উন্নত করার প্রয়াসে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করে যাচ্ছে।

এ পর্যন্ত আমরা জাতীয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক ০১টি বিশেষ পরীক্ষাসহ মোট ১৫টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করেছি । উক্ত পরীক্ষাসমূহে ৩৯,৪৭,৬১১ (উনচল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত এগারো) জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছে যার মধ্যে উত্তীর্ণ ৬,২২,৯৯৭ জনকে শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে। দীর্ঘ এ পথপরিক্রমায় এনটিআরসিএ'র পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে প্রশ্ন ফাঁস বা অন্য কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। প্রচলিত আইন অনুসারে শিক্ষক নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কেউ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদে আবেদনের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন না। নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনভিজ্ঞতার কারণে শুরুতে পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়ায় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে কাঙ্খিত মান নিশ্চিত করা যায়নি। অতীতের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দুর্বলতা অতিক্রম করে এনটিআরসিএ এখন সর্বোচ্চ মানেরসক্ষমতা অর্জন করেছে এবং এ প্রক্রিয়ায় প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব এ. এম. এম. আজহার অনন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর অবদানের জন্য আমি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। এখন প্রত্যেকটি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ও শিক্ষক সুপারিশকরণের কাজ সম্পূর্ণ সততা ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। । যার কারণে এখন এনটিআরসিএ'র শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ও শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনভাবে কোন প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে স্বজনপ্রীতি বা দুর্নীতি করার সুযোগ নেই।

এনটিআরসিএ সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলেই আমরা নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ সেবা দিতে বদ্ধপরিকর। নিবন্ধন ও নিয়োগ প্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা গ্রাহক হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সর্বোচ্চ গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে সদা প্রস্তুত। আমাদের সেবার মান উন্নয়নের জন্য সকল ব্যক্তি প্রদত্ত মতামত/পরামর্শ আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নিয়ে থাকি এবং সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করি। ২০১৯ সালে আমরা রেকর্ড সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের কর্মপরিকল্পনা করেছি এবং উক্ত সালে ৮০-৯০ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। তাই এ সেবাদানে আরও সফল হওয়ার জন্য আমাদের সকল গ্রাহক এবং শুভানুধ্যায়ীসহ সকলের সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে এনটিআরসিএ তার নিজস্ব আঙ্গিকে অবদান রেখে যাচ্ছে এবং যাবে। তাঁর স্বপ্ন পূরণে জাতি গঠনের এ প্রক্রিয়ায় তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সহযোগিতা আছে বলেই এনটিআরসিএ এখন সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্তভাবে যোগ্য শিক্ষক মনোনয়নে কাজ করতে পারছে। তাই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর এ অনবদ্য অবদানের জন্য সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আগামীতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ আশীর্বাদ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় এনটিআরসিএ তার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। পরিশেষে, এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এস এম আশফাক হুসেন
মার্চ, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

সংক্ষিপ্ত সূচি:

১.	নির্বাহী বোর্ড	০১
২.	জনবল কাঠামো	০৪
৩.	এনটিআরসিএ'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৬
৪.	এনটিআরসিএ'র ভিশন ও মিশন	০৭
৫.	এনটিআরসিএ'র কার্যাবলি	০৮
৬.	আলোকচিত্রে এনটিআরসিএ'র উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড	১০
৭.	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৪
৮.	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র	১৫
৯.	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যসমূহ	১৬
১০.	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৮ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি	১৮
১১.	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরিসংখ্যান	১৯
১২.	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের শূন্যপদ পূরণের পরিসংখ্যান	২১
১৩.	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তুলনামূলক বিবরণী	২৩
১৪.	আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র	২৫
১৫.	কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	২৭
১৬.	উপসংহার	২৮

নির্বাহী বোর্ড

পদাধিকারবলে সদস্য

মনোনীত সদস্য

অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
মনোনীত সদস্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন অধ্যাপক

জনবল কাঠামো

জনবল কাঠামো

চেয়ারম্যান
১ জন
সদস্য
৩ জন
সচিব ১ জন
পরিচালক
২ জন
সিস্টেম
এনালিষ্ট
১ জন
উপপরিচালক
৪ জন
সহকারী
পরিচালক
৯ জন
সহকারী
প্রোগ্রামার
১ জন
তৃতীয় শ্রেণী
৪১ জন
চতুর্থ শ্রেণী
২৪ জন
সর্বমোট
৮৭ জন

এনটিআরসিএ’র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আজকের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিশ্বে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে জাতি যত সাফল্য অর্জন করবে, সে জাতি জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে ও মানবিক গুণাবলী বিকাশে ততটাই অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, আমাদের নাগরিককে গড়ে তুলতে হবে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তি নির্ভর মানব কল্যাণে ব্রত মানুষ হিসেবে। আর এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে মানসম্মত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদানের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে ১নং আইনের অধীনেসংবিধিবদ্ধ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতেই এ কর্তৃপক্ষ শিক্ষক হতে আগ্রহী প্রার্থীদের নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কান্ডারি শিক্ষকগণ বিধায় জাতি গঠনে শিক্ষকগণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবতায় রুপ দিতে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সকল স্তরে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার অভিপ্রায়ে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অন্যতম হলো দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলে অনলাইনে মেধার ভিত্তিতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশকরণ। এনটিআরসিএ এ কাজটি অত্যন্ত নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতিতে করে যাচ্ছে। আমরা জাতি গঠনের এ কাজে এবং আমাদের গ্রাহকদের দোরগোড়ায় সেবা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ মহতী কাজে সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সহযোগিতা পাব এ আমাদের কামনা।

ভিশন ও মিশন

ভিশন :

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক শিক্ষক বাছাই নিশ্চিতকরণ।

মিশন :

দেশব্যাপী স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রদান, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ শেষে সম্মিলিত জাতীয় মেধাতালিকা হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন গ্রহণ এবং প্রাপ্ত শূন্য পদের বিপরীতে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ করে নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীদের মধ্য হতে এন্ট্রি লেভেলে মেধারভিত্তিতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সেরা প্রার্থীকে শূন্য পদের বিপরীতে নির্বাচন করে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক দ্বারা দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

আমাদের কার্যাবলি

- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের আইন অনুযায়ী কার্যাবলি নিম্নরূপ:
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ;
- শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণ;
- জাতীয়ভাবে শিক্ষকমান নির্ধারণ, যোগ্যতা নিরূপণ এবং এতদসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের সুবিধার্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান;
- নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও দ্বি-নকল সনদ প্রদান ইত্যাদি খাতে ফি আদায়;
- শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মেধার ভিত্তিতে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক সুপারিশকরণ;
- মেধার ভিত্তিতে নিবন্ধিত ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক-প্রার্থীগণের সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;

আমাদের কার্যাবলি

- কর্মরত প্রধান শিক্ষকগণের জন্য ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাকরণ এবং নিবন্ধন প্রদান;
- শিক্ষক মান উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত শিক্ষকমান (Teachers' Standard) নির্ধারণ;
- শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ দান;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মান যাচাই ও শিক্ষাগত পেশায় অন্তর্ভুক্তি;
- এই আইন বলবৎ হবার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- উপর্যুক্ত কার্যাবলি এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন;
- বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন; এবং
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

আলোকচিত্রে এনটিআরসিএ’র উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মহোদয়কে বরণ

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮

২১শে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরি

ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

সিলেটে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত গণশুনানি

ওএমআর স্ক্যানিং

ওএমআর স্ক্যানিং

ওএমআর স্ক্যানিং

ওএমআর সর্টিং

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পিত অতিরিক্তদায়িত্ব

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫(অংশ)-১০৮১ নং পরিপত্রের মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষকে প্রথমবারের মত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে মেধারভিত্তিতে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রার্থী সুপারিশকরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধনী) বিধি ৯-এর উপবিধি (২) এর (খ) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ, এলাকা, বিষয় ও পদ-ভিত্তিক নিরুপিত শিক্ষকের শূন্য পদের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত এবং বিধি ৮ এর উপবিধি (১) এর (গ) এর মাধ্যমে শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অধিক্ষেত্র

- দেশের সকল বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়
- মাধ্যমিক
- মাধ্যমিক সংযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক
- উচ্চ মাধ্যমিক
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- এবং সমপর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- ভোকেশনাল
- টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান
- দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল ও সংযুক্ত এবতেদায়ী দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসাসমূহ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রভুক্ত।

উদ্দেশ্যসমূহ

উদ্দেশ্যসমূহ
যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ
প্রতিযোগিতামূলক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠান
নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান
মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক সুপারিশকরণ
শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ
শিক্ষার গুণগত মানের সার্বিক উৎকর্ষ সাধন
শিক্ষকমান নির্ধারণ
প্রধান শিক্ষকগণের জন্য ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাকরণ
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক মান উন্নয়ন
সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ
শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৮ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি:

- গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনের ৬নং বেঞ্চে ১৬৬টি মামলার শুনানী ও একীভূত রায় প্রদান করা হয়। উক্ত রায়ের সার্টিফাইড কপি ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ এনটিআরসিএ কার্যালয়ে পাওয়া যায়। এনটিআরসিএ কর্তৃক গৃহীত ০১টি বিশেষসহ ১৪টি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬,০৪,৬৮৫ জন নিবন্ধন সনদধারীদের বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনের রায়ে একটি Combined National Merit List প্রণয়নের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এনটিআরসিএ টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারের মাধ্যমে একটি সম্মিলিত জাতীয় মেধাতালিকা প্রণয়ন করে গত ১০ জুলাই ২০১৮ তারিখে এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইট এবং ngi.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.১৪.০০৩.১৬-৪১১ সংখ্যক স্মারকে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর রাজস্ব খাতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১০(দশ)টি শূন্য পদে অর্থাৎ গ্রেড ১৬ হতে ২০ গ্রেডে নিয়োগদানের লক্ষ্যে সরকারি বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রশাসনিক অনুমোদন/ছাড়পত্র প্রদানের সম্মতি জ্ঞাপন করেন।
- ২০১৮ সালে ১,০৮৬ টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইন রেজিস্ট্রেশন (e-Registration) প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- উচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার পরিমার্জন সংক্রান্ত বিষয়ে টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর সাথে আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সমগ্র দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ৩৯,৫৩৫ টি শূন্যপদের চাহিদার (e-Requisition) পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইনে আবেদন (e-Application) গ্রহণ।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ হতে সর্বশেষ জারিকৃত জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী পঞ্চদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অংশটি হালনাগাদকরণ।
- এনটিআরসিএ পরিচালিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২০টি নতুন বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পূর্বের বিদ্যমান ৮২ টি বিষয়ের সিলেবাস হালনাগাদকরণের কার্যক্রম গ্রহণ।
- এনটিআরসিএ'র বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনসহ অন্যান্য আদালতে রুজুকৃত মামলাসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ এর লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ২৩.০৪.২০১৮ তারিখে প্রকাশ এবং উক্ত পরীক্ষায়উত্তীর্ণ ১৯,৮৬৩ জন।
- চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯,৮৬৩ জন প্রার্থীর মধ্যে মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত ১৮,৭০৯ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ।
- চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ ২৭.১১.২০১৮ তারিখ এবংচূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয় ১৮,৩১২ জন।
- চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ এ উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সনদপত্র প্রিন্ট এবং বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- পঞ্চদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ এর বিজ্ঞপ্তি ২৯.১১.২০১৮ তারিখে প্রকাশ।
- পঞ্চদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ এর অনলাইন আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম ২৬.১২.২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয় এবং মোট আবেদনকারী ৮,৭৬,০৩৩ জন।
- ১৯৬টি ডুপ্লিকেট সনদ, ২৫৯টি সংশোধিত সনদ এবং ৩০৭টি মূল সনদ প্রদান করা হয়।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে চাহিত ১,৮৮৪টি নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের প্রতিবেদন প্রদান করা হয়।
- ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.০৮.০০৬.১৬-৪২৭ সংখ্যক স্মারকমূলে এনটিআরসিএ কর্তৃক পরিচালিত মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের জন্য ১২(বারো) নম্বর এবং জ্ঞান ও প্রকাশ ক্ষমতার জন্য ০৮(আট) নম্বর উভয় অংশে পৃথকভাবে অন্যূন ৪০% নম্বর পাওয়ার শর্ত আরোপে মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরিসংখ্যান

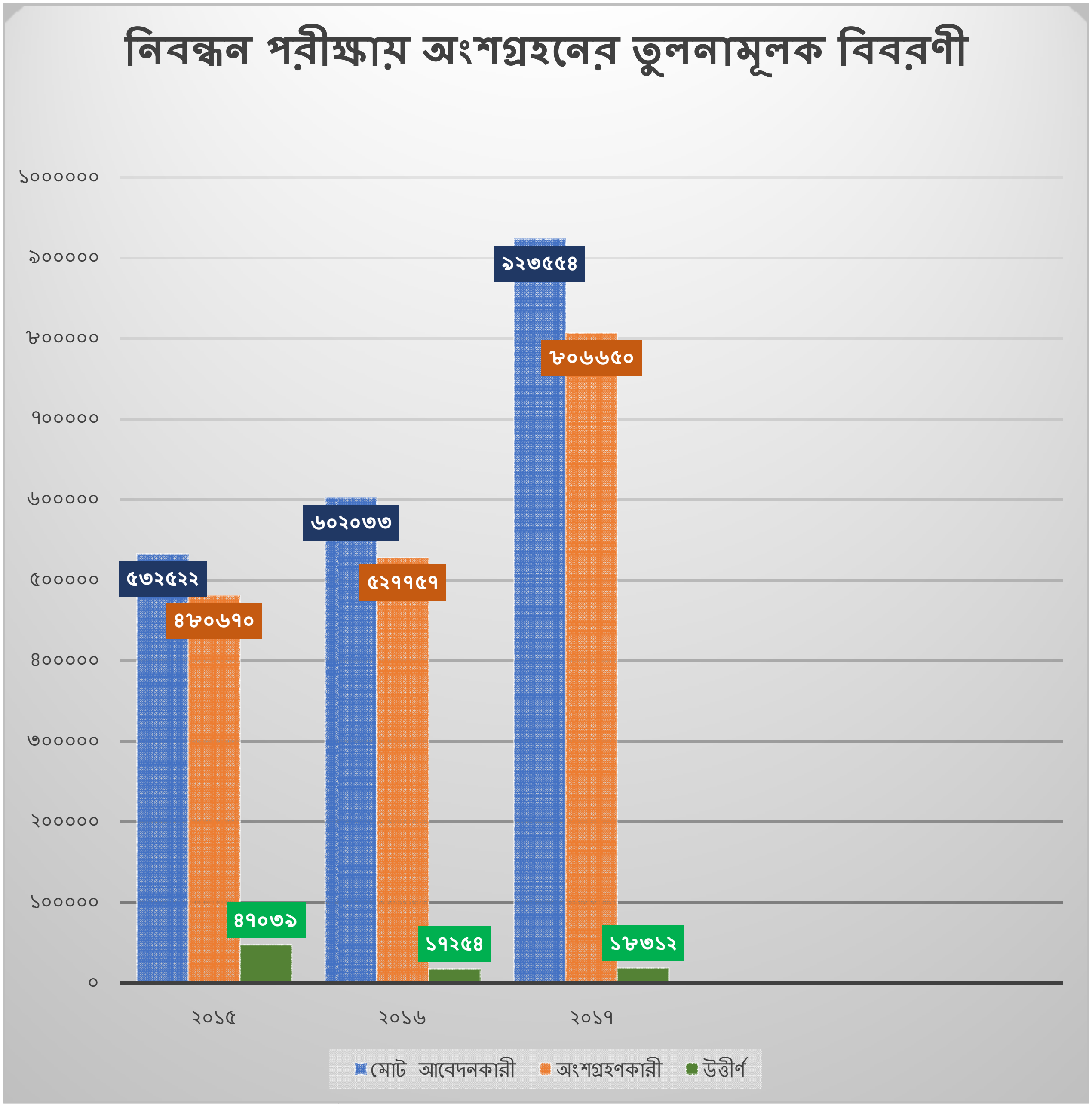
নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহনের তুলনামূলক বিবরণী
১০০০০০০
৯০০০০০
৮০০০০০
৭০০০০০
৬০০০০০
৫০০০০০
৪০০০০০
৩০০০০০
২০০০০০
১০০০০০
০
৫৩২৫২২
৪৮০৬৭০
৪৭০৩৯
৬০২০৩৩
৫২৭৭৫৭
১৭২৫৪
৯২৩৫৫৪
৮০৬৬৫০
১৮৩১২
২০১৫
২০১৬
২০১৭
মোট আবেদনকারী
অংশগ্রহণকারী
উত্তীর্ণ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের শূন্যপদ পূরণের পরিসংখ্যান

২০১৬ সালে কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত শূন্য পদের বিপরীতে ১২৬১৯টি পদে অনলাইনে মেধারভিত্তিতে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে।প্রায় ৩৩০০০ রেজিস্টার্ড বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে ১৫৩৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০১৮ সালে৩৯৫৩৫টি পদের জন্য e-requisition প্রদান করে এবং উক্ত পদসমূহে নিয়োগের জন্য ২৪.০১.২০১৯ তারিখে ৩১৬৬৫টি পদে প্রার্থী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশকৃতদের মধ্যে গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি ২৫১২৪ জনকে নিয়োগপত্র প্রদান করেছেন। ২০১৬ সালের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে মামলার কারণে সুপারিশ দেয়া সম্ভব হয়নি।মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার)-এর ১০৯৫টি শূন্য পদের বিপরীতে প্রার্থী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলের শূন্য পদে শিক্ষক সুপারিশকরণের বিবরণী (হাজারে)

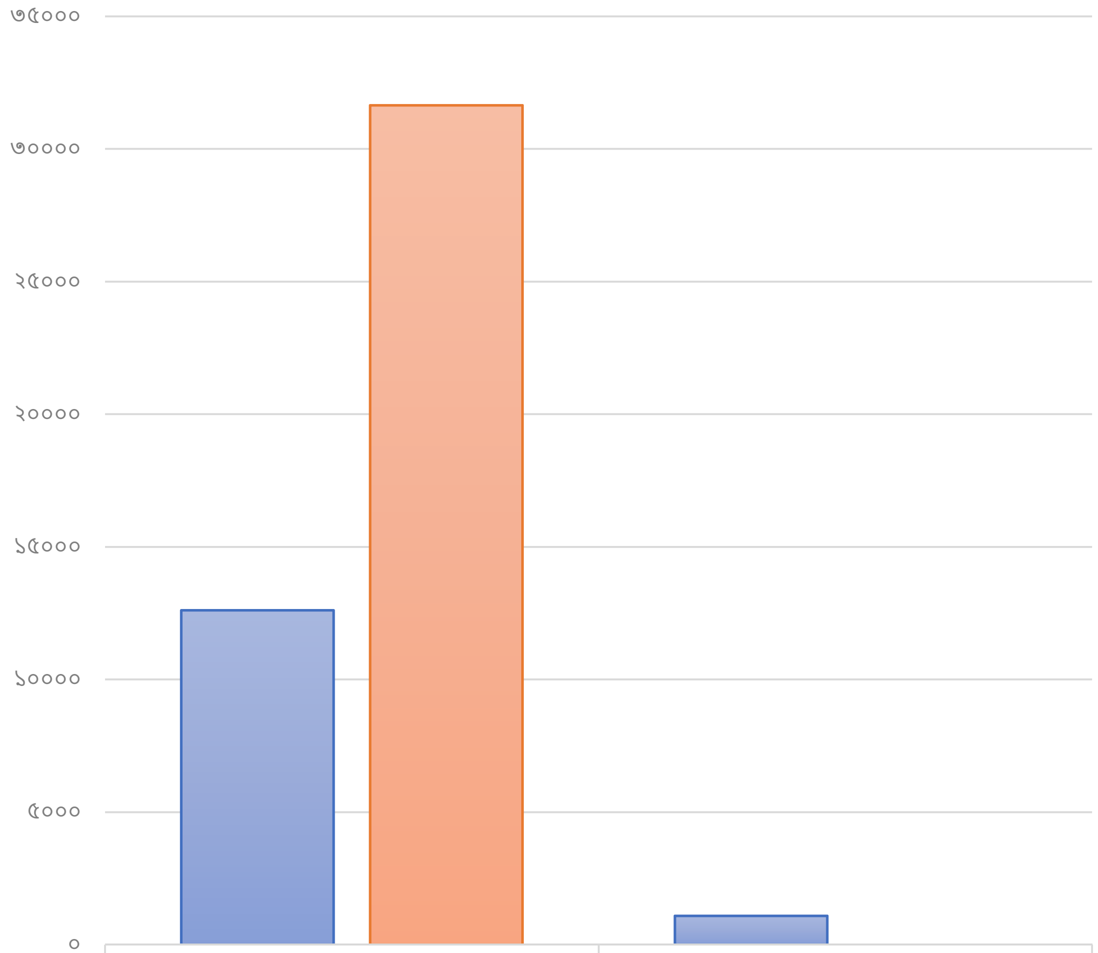

	1	2
১ম চক্র,২০১৬	১২৬১৯	১০৯৫
২য় চক্র,২০১৮	৩১৬৬৫	

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তুলনামূলক বিবরণী

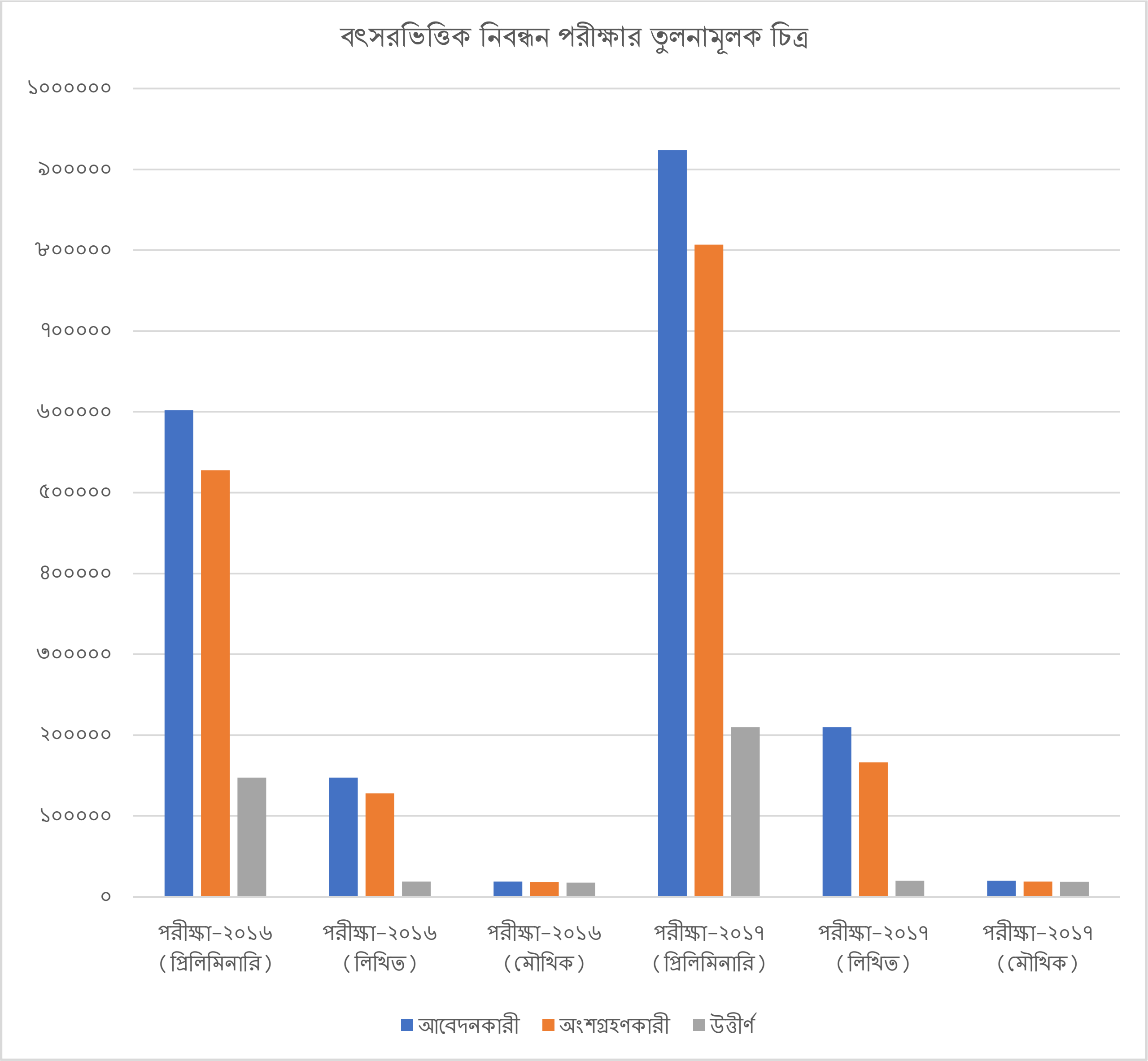

বৎসরভিত্তিক নিবন্ধন পরীক্ষার তুলনামূলক চিত্র
১০০০০০০
৯০০০০০
৮০০০০০
৭০০০০০
৬০০০০০
৫০০০০০
৪০০০০০
৩০০০০০
২০০০০০
১০০০০০
০
পরীক্ষা-২০১৬ (প্রিলিমিনারি)
পরীক্ষা-২০১৬ (লিখিত)
পরীক্ষা-২০১৬ (মৌখিক)
পরীক্ষা-২০১৭ (প্রিলিমিনারি)
পরীক্ষা-২০১৭ (লিখিত)
পরীক্ষা-২০১৭ (মৌখিক)
আবেদনকারী
অংশগ্রহণকারী
উত্তীর্ণ

আয় ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

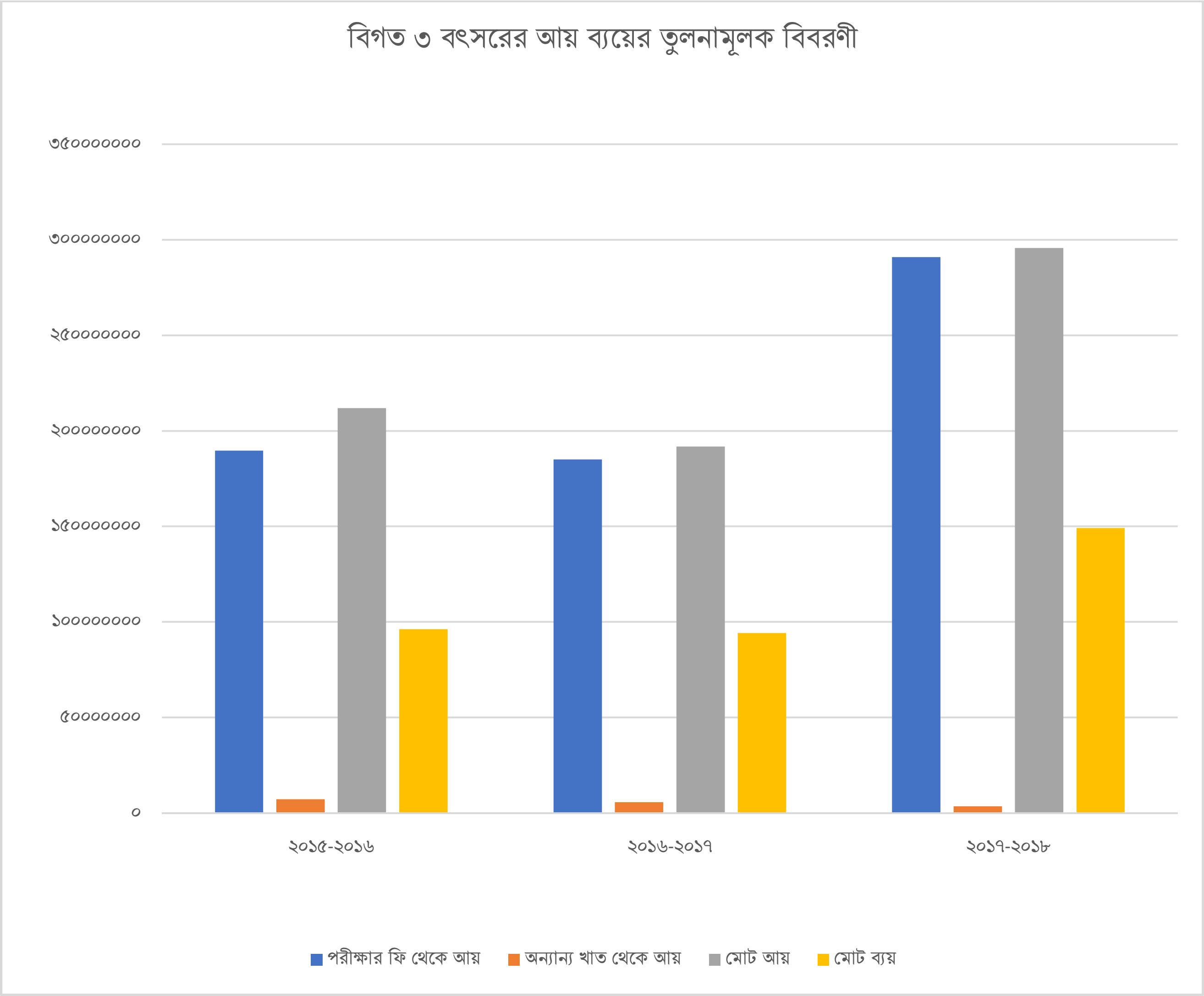

বিগত ৩ বৎসরের আয় ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী
৩৫০০০০০০০
৩০০০০০০০০
২৫০০০০০০০
২০০০০০০০০
১৫০০০০০০০
১০০০০০০০০
৫০০০০০০০
০
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮
পরীক্ষার ফি থেকে আয়
অন্যান্য খাত থেকে আয়
মোট আয়
মোট ব্যয়

কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- এনটিআরসিএ'র সাথে সারাদেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট ২০টি জেলার জেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সাথে মত বিনিময় সভা আয়োজন;
- ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালুকরণ;
- প্রয়োজন অনুসারে নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস হালনাগাদকরণ;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পন্নকরণ;
- এনটিআরসিএ'র স্থায়ী অফিস স্থাপন;
- এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে এবং বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- এ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পদ সংরক্ষণ,স্থায়ীকরণ, শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টির ব্যবস্থাকরণ;
- এনটিআরসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন (NTSC) গঠনে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান; এবং
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাফল্যের সাথে সম্পাদন।

উপসংহার

এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠার পর প্রথমদিকে সাংগঠনিক ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার কারণে পরীক্ষাসমূহের বেশীর ভাগ অংশ আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে করা হতো। ইতোমধ্যে আমাদের কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতার ব্যাপক উন্নতি হওয়ায় এনটিআরসিএ নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে পুরো পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ চক্র দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। আমাদের গ্রাহকদের সকল সেবা, এমনকি আবেদন গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ সবই কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্তভাবে সম্পন্ন করা হয়। ২০০৫ হতে শুরু করে এ পর্যন্ত আমাদের কোন পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস বা অন্য কোন কারণে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়নি যা আমাদের পেশাগত উৎকর্ষতার প্রমাণ বহন করে। এনটিআরসিএ'র বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত মোট ৩০০টি মামলা হয়েছে কিন্তু এর প্রায় সবকয়টিই সরকারি নীতিমালা চ্যালেঞ্জ করে করা হয়েছে; এনটিআরসিএ'র কোন অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি বা দুর্নীতির কারণে করা হয়নি। এনটিআরসিএ তাই এখন কালক্রমে পরীক্ষিত ও কাজের মাধ্যমে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করেছে। আমরা আমাদের এ অর্জনকে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর এবং আমাদের সকল গ্রাহকদের দোয়া ও সহযোগিতা প্রার্থী। সকলের সহযোগিতা পেলে অদূর ভবিষ্যতে এনটিআরসিএ দেশের সর্বাপেক্ষা দক্ষ ও গ্রাহক বান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।